খরিপ-১ মৌসুমের ফসল উৎপাদন কর্ম পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

ব্লক-ঈশ্বরীপুর
দেওপাড়া, গোদাগাড়ী,
রাজশাহী।

অতনু সরকার
উপ-সহকারী কৃষি অফিসার

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

খরিপ-১ কর্ম পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

ব্লক ঃ ঈশ্বরীপুর | ইউনিয়ন ঃ দেওপাড়া | উপজেলা ঃ গোদাগাড়ী | জেলা ঃ রাজশাহী।

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম/বিষয়	কলাকৌশল	বর্তমান অবস্থা ২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪ সনের পরিকল্পনা	জমির পরিমাণ বৃদ্ধি/হ্রাস(হেঃ)	কৃষক সংখ্যা বৃদ্ধি/হ্রাস	নির্দেশক (কে.পি.আই)
০১	আউশ ধান উৎপাদন	ক) আধুনিক জাত নির্বাচন	৫	১০	৫	৪০	
		খ) আদর্শ বীজতলা তৈরি	১০	১৫	১০	২৫	
		গ) সুষম সার ব্যবহার	৩০০	৬০০	৩০০	২৫০	
		ঘ) সঠিক বয়সের চারা রোপণ	২৭৫	৫০০	২২৫	১৭৫	
		ঙ) লোগোসহ সারিতে চারা রোপণ	৩০০	৫০০	২০০	১৫০	
		চ) পার্চিং	৩২০	৬৫০	৩৩০	২৮০	
		ছ) আমন ধানের পোকা-মাকড় দমন	২৭০	২৯০	২০	৫০	
		জ) আমন ধানের ব্লাষ্ট দমন	৫	১০	৫	২০	
		ঝ) আলোক ফাঁদ ব্যবহার	৫	১০	৫	১০	
		ঞ) আইপিএম এর যথাযথ ব্যবহার	২৫	৫০	২৫	৭০	
		ট) বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ (রোগিংসহ)	১০০	২০০	১০০	৫০	
		ঠ) আমন আবাদ	৪০৫	৭০৫	৩০০	২৫০	
২	ভুট্টা উৎপাদন	ক) উন্নত জাতের ভুট্টা চাষ সম্প্রসারণ	১০	১৫	৫	৩৫	
		খ) জিংক ও বোরণ সারের ব্যবহার সম্প্রসারণ	১৫	১০০	৮৫	১৫০	
		গ) ভুট্টা ফল আর্মিওয়ার্ম	৫	৮	২	১০	
৩	ডাল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি	ক) উন্নত জাতের মাসকলাই চাষ	৫	১০	৫	১২	
		খ) ডাল ফসলের বীজ শোধন	৫	১৫	১০	২৫	
		গ) ডাল ফসলের রোগ-বালাই দমন	৩	১০	৭	১৫	
		ঘ) ডাল বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ	৫	১০	৫	১২	
৪	তৈল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি	ক) উন্নত জাতের তিল চাষ সম্প্রসারণ	৫	২০	১৫	৪০	
		খ) তিল চাষ সম্প্রসারণে করণীয় পদক্ষেপসমূহ	৫	২৫	২০	৮০	
		গ) তিলের জমিতে সুষম সারের সঠিক ব্যবহার	২	২০	১৮	৪৫	
		ঘ) তিলের চাষাবাদ বৃদ্ধি	৫	২০	১৫	৪৫	
		চ) রোগ ও পোকা দমনে আইপিএম অবলম্বন	২	২০	১৮	৩০	
		ছ) তৈল বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ	২	২০	১৮	৫০	
		জ) সঠিক সময়ে বীজ বপন	৩	২০	১৭	৪৫	
৫	মশলা জাতীয় ফসল উৎপাদন	ক) উন্নত জাতের মরিচ চাষ সম্প্রসারণ	৪	১৫	১১	২৫	
		খ) উন্নত জাতের পেঁয়াজ চাষ বৃদ্ধি	৫	১০	৫	২০	
		গ) উন্নত জাতের পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি	১	৫	৪	১০	
		ঘ) ধনিয়া চাষ সম্প্রসারণ	১	২	১	৫	
		ঙ) হলুদ চাষ সম্প্রসারণ	৩	১০	৭	১৫	
		চ) আদা চাষ সম্প্রসারণ	-	১	১	৫	

CamScanner

ক্রম নং	কর্মসূচির নাম/বিষয়	কলাকৌশল	বর্তমান অবস্থা ২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪ সনের পরিকল্পনা	জমির পরিমাণ বৃদ্ধি/হ্রাস(হেক্টর)	কৃষক সংখ্যা বৃদ্ধি/হ্রাস	নির্দেশক (কে.পি.আই)
০৬	সবজি উৎপাদন	ক) আগাম উন্নত জাতের বেগুন চাষ সম্প্রসারণ	৫	১৫	১০	২৫	
		খ) আগাম বেগুনে সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার	২	১৫	১৩	২২	
		গ) আগাম বাণিজ্যিক সবজি চাষ	১	৫	৪	১০	
		ঘ) শীম চাষ বৃদ্ধি করা	২	১০	৮	২০	
		ঙ) আগাম হাইব্রিড কুমড়া চাষ ও কুমড়ার জমিতে সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার	২	৫	৩	১৫	
		চ) আগাম লাউ চাষ সম্প্রসারণ	২	১০	৮	১২	
		ছ) আগাম ফুলকপি চাষ সম্প্রসারণ	৫	১৫	১০	৫০	
		জ) আগাম বাধাকপি চাষ সম্প্রসারণ	৫	২৫	২০	১১০	
		ঝ) মাচায় শীম চাষ সম্প্রসারণ	১	৫	৪	২০	
০৭	বিশেষ কর্মসূচী	ক) ফুল চাষ সম্প্রসারণ	১	৫	৪	৫	
		খ) বসতবাড়ীতে সবজি চাষ	১০	৪০	৩০	৪০	
		গ) সর্জিলা বাগান স্থাপন	২	৫	৩	১০	
		ঘ) ফল বাগান সম্প্রসারণ	১০	২০	১০	৫০	
		১) মাল্টা বাগান	২	১০	৮	১৫	
		২) লেবু বাগান	৫	১৫	১০	৩০	
		৩) কুল বাগান	২	৫	৩	১০	
		৪) তরমুজ	১	৫	৪	৫	
		৫) ড্রাগন বাগান	৩	১০	৭	১২	
		৬) পেয়ারা বাগান	২০	৫০	৩০	১২০	
		ঙ) রাস্তার পাশে গো-খাদ্য চাষ সম্প্রসারণ	২	১০	৮	১৫	
		চ) রাস্তার ধারে ও পতিত জমিতে ফল জাতীয় ফসল চাষ	২	২০	১৮	১৫০	
		ছ) বৃক্ষ রোপণ	৩৫৫০	৬৫৫০	৩০০০	২৫০	
		জ) অপ্রচলিত ফল গাছ রোপণ	১০	৭০	৬০	২৫	
		ঝ) রাস্তার ধারে ও পতিত জমিতে সবজি জাতীয় ফসল চাষ	.৫০	১০	৯.৫০	১৫	
০৮	বিভিন্ন অ্যাপসের ব্যবহার	কৃষি অ্যাপস ব্যবহারকারী কৃষকের সংখ্যা	১০	৪০	৩০	৪০	
০৯	অন্যান্য		-	-	-	-	

তিল উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

২০২২-২৩ অর্জিত		২০২৩-২৪ (লক্ষ্যমাত্রা)		বৃদ্ধির পরিমাণ	
আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)
৫	১.২	২৫	১.৫	২০	০.৩

তৈলবীজ ফসল আবাদ বৃদ্ধিতে সুনির্দিষ্ট সমস্যা

১) দীর্ঘমেয়াদী আমন ধানের জাতের চাষ।
২) অক্টোবরের শেষে ও নভেম্বরের প্রথম দিকে বৃষ্টিপাত।
৩) চাষীদের সচেতনতার অভাব।
৪) সমকালীন চাষাবাদের কারণে আমন ধানের বীজ ফেলতে দেরী করা।

সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা

১) আমনের স্বল্পমেয়াদী জাতের চাষ। যেমন-ব্রিধান-৭৫,৮৭, বিনা-২০ চাষ করা।
২) প্রদর্শনী প্লটের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা।
৩) মৌ-বক্স স্থাপন করা।
৪) রিলে ফসল হিসাবে তিল চাষ করা।
৫) নতুন ফলবাগানে/ফল বাগানের পতিত জমিতে তিল চাষ করা।

CS CamScanner

ঈশ্বরীপুর ব্লকের তিল ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা

ঈশ্বরীপুর ব্লকের কৃষি বিষয়ক সাধারণ তথ্য ঃ

ফসলি জমি	পরিমাণ (হেঃ)	%
ব্লকের আয়তন	২০২৭	
আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ	১৮৫০	
এক ফসলী জমি	২৩৫	
দুই ফসলী জমি	১২০০	
তিন ফসলী জমি	৪০০	
চার ফসলী জমি	১৫	
নীট ফসলী জমি	১৮৫০	
মোট ফসলী জমি	৩৮৯৫	
ফসল আবাদের নিবিড়তা (%)	২১২%	

বিগত ০৫ বছরের তিল আবাদ ও উৎপাদন

বছর	আবাদ (হেঃ)	উৎপাদন (মে.টন)	ফলন (মে.টন/হে.)
২০২৪-২৫	২০ হেঃ লক্ষ্যমাত্রা	৩০	১.৫
২০২৩-২৪	৫	৬.৩	১.২৬
২০২২-২৩	৪	৫	১.২৫
২০২১-২২	৩	৩.৩৬	১.১২
২০২০-২১	২	২.২	১.১

CamScanner

তিল আগামী তিন বছরের আবাদ ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা

ব্লক	২০২৩-২৪			২০২৪-২৫			২০২৫-২৬		
	আবাদের লক্ষ্যমাত্রা (হে.)	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (মে.টন)	ফলন লক্ষ্যমাত্রা (মে.টন/হে.)	আবাদের লক্ষ্যমাত্রা (হে.)	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (মে.টন)	ফলন লক্ষ্যমাত্রা (মে.টন/হে.)	আবাদের লক্ষ্যমাত্রা (হে.)	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (মে.টন)	ফলন লক্ষ্যমাত্রা (মে.টন/হে.)
	২০	৩০	১.৫	২৫	৪০	১.৬	৩০	৫১	১.৭

২০২৩-২৪ এ ব্লকের তিল ভিত্তিক শস্য বিন্যাস

ফসলি জমি	পরিমাণ (হে.)	%
রোপাআমন-সরিষা-তিল	১.৫০	
রোপাআমন-গম-তিল	২.৫০	
রোপাআমন-আলু-তিল	.৫০	
রোপাআমন-মশুর-তিল	.৫০	

তিল ফসলকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এমন শস্যবিন্যাসসমূহ

বিদ্যমান শস্যবিন্যাস	শস্যবিন্যাসের আওতায় জমি (হেক্টর)	প্রস্তাবিত শস্যবিন্যাস	প্রস্তাবিত শস্যবিন্যাসের আওতায় জমি(হেক্টর)		
			২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
রোপাআমন-পতিত-বোরো		রোপা আমন-সরিষা- তিল	৪	৫	৬
পতিত-বোরো-রোপা আউশ		সরিষা-বোরো-রোপা-তিল	৩	৪	৫
বছরব্যাপী ফলবাগান-পাট		ফলবাগান-সরিষা-তিল	৭	১৫	১৬
রোপা আমন+গম-পতিত		রোপা আমন-গম-তিল	৬	১২	১৩
২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় আবাদ বৃদ্ধি			১৫		

CamScanner

সারের পরিমিত ব্যবহার

বিভিন্ন সময় সার ফসল উৎপাদনের জন্য যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি সারের অতিরিক্ত ব্যবহার ফসল, মাটি ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। সারের অতিরিক্ত ব্যবহারে ফসল উৎপাদনের খরচ ও বৃদ্ধি পায়।

- পরিমিত সার ব্যবহারে রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়। ফলে বালাইনাশক কম লাগে।
- অধিক ইউরিয়া (N) ব্যবহারে ফসলের উৎপাদন কখনো কখনো বৃদ্ধি পেলেও জমির উর্বরতা কমে যায়। নাইট্রোজেন বাতাসে মিশে পরিবেশ দূষণ করে। আবার পানিতে মিশে মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।
- অতিরিক্ত নাইট্রোজেন ব্যবহারে গাছের কোষপ্রাচীর পাতলা হয়ে যায়। ফলে গাছের কাঠামোগত শক্তি কমে যায়। গাছের কান্ড স্বাভাবিকের চেয়ে লম্বা ও নরম হয়ে যায় এবং কান্ডের চেয়ে পাতা বেশি ভারী হয়। ফলে গাছ সহজেই হেলে পড়ে।
- নাইট্রোজেন বেশি ব্যবহারে মাটিতে বোরন, দস্তা ও কপারের ঘাটতি হয়।
- টিএসপি/ ডিএপি (P) সার অতিরিক্ত ব্যবহার করলে ফসলের বৃদ্ধি কমে যায় ও আগাম পরিপক্কতা দেখা যায়। অম্ল মাটিতে ফসফেট আটকে যায় (Fixation) বিধায় গাছের কোন কাজেই আসেনা। বেশি ফসফেট জাতীয় সার (P) ব্যবহার করলে নাইট্রোজেন, আয়রন, জিংক, কপার ও ম্যাঙ্গানিজ এর অভাব মাটিতে দেখা দেয়।
- এমওপি/ এসওপি (পটাশিয়াম- K) সার অতিরিক্ত ব্যবহার করলে মাটির ক্যালসিয়াম ও বোরন শুষে নেয় এবং পানি নিঃসরণের হার কমে যায়। গাছের বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।
- জিপসাম সার (Ca,S সমৃদ্ধ) অতিরিক্ত ব্যবহার করলে শিকড়ের বৃদ্ধি কমে যায়। ফলে গাছের শারীরবৃত্তিয় কার্যক্রম কমে যায়।
- জিংক সালফেট (Zn) অতিরিক্ত ব্যবহারে মাটিতে বিষক্রিয়া হয়, গাছের আমীষ উৎপাদন ব্যহত হয়।
- বোরণের অতিরিক্ত ব্যবহারে কচিপাতা ও ডগা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ফলন কম হয়।
- অম্লীয় মাটিতে চুন বেশি ব্যবহার করলে মাটিতে থাকা জিংক, বোরন, আয়রন, কপার ও ম্যাঙ্গানিজের অভাব হতে পারে।

করণীয়:

- জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। খামার/ গৃহস্থালীন আবর্জনা, উচ্ছিষ্ট পদার্থ ইত্যাদি দিয়ে বিনা খরচে জৈব সার উৎপাদন করুণ।
- ইউরিয়া সার প্রতি ফসলেই পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। রবি মৌসুমে (ক) TSP/ DAP প্রয়োগ করলে পরবর্তী মৌসুমে ৩০-৫০% কম লাগে (খ) এমওপি পরবর্তী মৌসুমে ৩০-৪০% কম লাগে (গ) জিপসাম পরবর্তী ফসলে ভিজা জমিতে পূর্ণমাত্রায় দিতে হয় এবং শুকনা জমিতে ৫০% দিলেই চলে। (ঘ) জিংক সার পরবর্তী মৌসুমে অর্ধেক দিলেই চলে (ঙ) বোরন বছরে ১ বার দিলেই চলে।
- জমিতে একবার চুন ব্যবহারের পর পরের ১ বছরে চুন ব্যবহার করতে হয় না।
- সুষম মাত্রায় পরিমিত পরিমাণ সার ব্যবহারের জন্য মাটি পরীক্ষা করে/ অনলাইনে সার সুপারিশ নির্দেশনা মেনে সার দিন।
- আপনার ব্লকের উপসহকারী কৃষি অফিসার (এসএএও) অথবা নিকটস্থ উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করে সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ করুন। অর্থ বাঁচান, জমি ও ফসল নিরাপদ রাখুন।

CamScanner

বপন ঃ

তিল বীজ ছোট হওয়ায় মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হবে। মাটিতে রসের অভাব থাকলে হালকা সেচ দিয়ে জমি তৈরি করা প্রয়োজন। জমি তৈরির সময় পর্যাপ্ত জৈব সারের সঙ্গে একর প্রতি ২ কেজি ট্রাইকোডারমা ভিরিডি জৈব ছত্রাকনাশক জীবাণু সার প্রয়োগ করলে রোগের প্রকোপ কমে। সারিতে বুনলে দুই সারির মধ্যে দূরত্ব থাকবে ১০-১২ ইঞ্চি এবং বীজ তেকে বীজ ৪ ইঞ্চি। ছিটিয়ে বুনলে মই দিয়ে বীজকে ভালভাবে মাটি চাপা দিতে হবে যাতে তিল বীজের অঙ্কুরোদগম ভাল হয়। দেখতে হবে, নিড়ানি দেওয়ার পর প্রতি বর্গমিটারে গড়ে যেন ৪০-৪৫টি গাছ থাকে।

সার প্রয়োগ ঃ

আলু চাষের পর তিল চাষ করলে সার না দিলেও চলে। মাটির উর্বরতা স্বাভাবিক থাকলে সেচ দেওয়া জমিতে সারের হিসাব এই রকম ঃ-

মূল সার ঃ

এন.পি.কে ১ঃ২৬ঃ২৬-৪৬ কেজি বা (শেষ চাষের আগে) ডি.এ.পি ৭৫ কেজি+ এম.ও.পি ২০ কেজি + ইউরিয়া ২৬ কেজি একর প্রতি। উপরি সার প্রয়োগ একর প্রতি ২৬ কেজি ইউরিয়া ফুলের কুঁড়ি আসার আগে (বোনার ২৮-৩০ দিনে। সেচ ছাড়া তিল চাষের জমিতে ইউরিয়া উপরি সার প্রয়োগ না দিলেও চলে। একর প্রতি ২.৫ কেজি বোরন (১৪.৬%) অনুখাদ্য প্রয়োগে বাড়তি সুফল পাওয়া যায়। ৩০ দিনের মাথায় ১% হারে ১৮ঃ১৮ঃ১৮ স্প্রে করলে ফসল পায় পরিপূরক পুষ্টি।

সেচ ঃ

তিল কমে জলে চাষের ফসল। একটি সেচের সংস্থান থাকলে ৩০ দিনের মাথায় এবং ২টি সেচের সুযোগ থাকলে দ্বিতীয়টি ৫০-৫৫ দিনের মাথায় দানা বাঁধার সময় দিতে হবে।

সুসংহত শস্য রক্ষা ঃ

গোড়া পচা, ডাঁটা পবা ও সাদা গুড়ো রোগ আক্রান্ত ফসলে কারবেন্ডাজিম ৫০% (১ গ্রাম) বা ম্যানকোজের ৭৫% (২.৫ গ্রাম) প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ফাইলোডি আক্রান্ত গাছের উপরভাগ চ্যাপ্টা হয়ে যায়, ফুলগুলো পাতার মতো হয়। ফুল-ফল হয় না। এটা শ্যামা পোকা বাহিত মাইকোপ্লাজমা ঘটিত রোগ। এই রোগ ও পাতা মোড়া রোগ দমনে প্রথমে আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে দিতে হবে। পরে জমিতে বাহক পোকা দমনের জন্য ডাইমিথোরেট ২মিলি/লিটার জলে স্প্রে করতে হবে। বিছা পোকা, লেদা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণে ৩৩% গাছ আক্রান্ত হলে তবেই অ্যাসিফেট ৭৫% (০.৭৫ গ্রাম) বা প্রফেনোফস ৫০% (১.৫ মিলি) প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফসল কাটা ঃ

গাছের মাঝামাঝি অংশের শুটি ভেঙ্গে দানা পুষ্ট হয়েছে দেখলে ফসল কেটে কয়েকদিন জাঁক দিয়ে এবং ঝাড়াই মাড়াই করে ও শুকিয়ে রাখতে হবে। ভাল পরিচর্যা করলে একর প্রতি ৫৫০-৬৫০ কেজি ফলন মিলতে পারে।

CS CamScanner

তেলের চাহিদা পূরণে আমদানি নির্ভরতা কমাতে কৃষক ভাইয়েরা সরিষা, গম, ভুট্টা কাটার পর, আলু তোলার পর জমিতে তিল চাষ করতে পারেন।

তিল চাষের কলাকৌশল ঃ

জমি ফেলে না রেখে এই বসন্তে তিল চাষ করা যায় খুব সহজেই। খাবার তেল হিসাবে সর্ষের তেলের তুলনায় তিল তেল বেশি স্বাস্থ্যকর। তিল থেকে তৈরি নাড়ু, খাজা ও নানান মুখরোচক খাবারও যতেষ্ঠ জনপ্রিয়। পাশাপাশি প্রসাধনী শিল্পে তিল তেল ব্যবহার হচ্ছে। সব মিলিয়ে তিলের কদর বাড়ছে দিন দিন। তাই এই বসন্তে জমি ফেলে না রেখে অল্প দিনে বেশি উৎপাদন দিতে সক্ষম ও খরা সহনশীল ফসল তিন চাষ করা যেতে পারে। এতে একদিকে যেমন বাড়তি আয় হয় তেমনই ফসলের আচ্ছাদনে মাটির রস ও জৈব কার্বন সংরক্ষিত থাকায় বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় থাকে।

উন্নত জাত ঃ

বারি তিল ১-৮০-৮৫ দিনের, তেলের পরিমাণ ৪০%, কালচে বাদামি। বিনা তিল ৩, ৮৫-৯০ দিনের তেলের পরিমাণ ৪৫%, বাদামি রঙের বীজ। এছাড়াও তিলের উন্নতজাতসমূহ ঃ বারি ৩(৯০-১০০ দিন), বারি তিল ৪ (৯০-৯৫ দিন), বিনা তিল ১, বিনা তিল ২।

মাটি ঃ

ভারী মাটি বাদ দিলে, জল নিকাশের সুবিধাযুক্ত এই রাজ্যের প্রায় সব ধরনের মাটিতে তিল চাষ করা যায়। তবে বেলে, দোঁআশ ও পলি দোঁআশ মাটি বিশেষ উপযোগী।

বোনার সময় ঃ

উপযুক্ত সময় হল ফাল্গুন মাস। চৈত্রের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বোনা শেষ করলে ভাল হয়। কারণ দেরিতে বীজ বুনলে ফলন কমে যায়।

বীজ বপন ঃ

ছিটিয়ে বুনলে একর প্রতি ৩ কেজি আর লাইনে বুনলে ২.৫ কেজি। বীজ বোনার আগে প্রতি কেজি বীজের জন্য ২ গ্রাম কারবেন্ডাজিম ৫০% বা ৩ গ্রাম ম্যানকোজের ৭৫% বা ৩ গ্রাম থাইরাম ৭৫% জাতীয় ছত্রাকনাশক মিশিয়ে শোদন করতে নিতে হবে।

CamScanner

ধানসহ অন্যান্য ফসলের মৌসুমভিত্তিক আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা

ব্লকঃ ঈশ্বরীপুর উপজেলাঃ (গোদাগাড়ী) জেলাঃ রাজশাহী অঞ্চলঃ রাজশাহী

মৌসুমঃ খরিপ-১ (১৬ মার্চ হতে ১৫ জুলাই পর্যন্ত) পরিকল্পনা তৈরি ও প্রেরণঃ ১৫ ফেব্রুয়ারি এর মধ্যে

ব্লকের আয়তন (বর্গ কি.মি এবং হেক্টরে)	ব্লকে আবাদযোগ্য জমি (হে.)	গত খরিপ-১ মৌসুমে অর্জিতফসল আবাদ তথ্য			আগামি খরিপ-১ মৌসুমে ফসল আবাদ		খরিপ-১ মৌসুমে আবাদযোগ্য অনাবাদী জমির পরিমান (হে.)	খরিপ-১ মৌসুমে আবাদযোগ্য জমি অনাবাদী থাকার কারণ	আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির ফসলভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কৌশল
		ফসলের নাম	আবাদকৃত জমি (হে.)	মোট উৎপাদন (মে.টন)	আবাদি জমি (হে.)	মোট উৎপাদন (মে.টন)			
২০২৭	১৮৫০	আউশ ধান					৬০	১) সেচের অভাব	১। সেচের সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। ২। স্বল্প মেয়াদি ও উচ্চফলনশীল জাতের আবাদ বৃদ্ধি করতে হবে। ৩। যান্ত্রিকীকরণের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হইবে। ৪। খরাসহনশীল জাতের আবাদ বৃদ্ধি করতে হবে।
		হাইব্রিড	১৫	১১৫	১৫	১১৫			
		উফশী	৫৯০	২৬৫৫	৬৫০	২৯৫০			
		স্থানীয়	-		-				
		মোট	৬০৫	২৭৭০	৬১৫	২৮১৫			
		ভুট্টা	৫	৭৫	১০	১৫০			
		তিল	২০	১.২	২০	২০৪			
		চীনাবাদাম	-	-	-	-			
		মুগ	-	-	-	-			
		পেঁয়াজ	৫	৭০	১০	১৮০			
		মরিচ	১৫	২৭০	২০	৬৬০			
		শাকসব্জী	৪৫	৭০০	৫০	১০০০			
		পাট	৫	১২	৬	১৫			
		তরমুজ	১	১৫	২	৬০			
		ফল বাগান (খরিপ-১ মৌসুম)	১০	১২০	১৫	১৮০			
		ফুল বাগান (খরিপ-১ মৌসুম)	০.২৫		০.৫০				

মন্তব্যঃ

অতনু সরকার
উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা
ব্লক:-ঈশ্বরীপুর ইউপি:-দেওপাড়া
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।